তাইপিং বিদ্রোহের প্রকৃতি (DSE-3-1) (2022-10)

[চল্লিশের দশকের শেষভাগে তাইপিং বিদ্রোহের নেতা ও তার অনুগামীরা গঠন করেন ঈশ্বর উপাসকদের সমিতি প্রথমদিকে হুং সিউ চুয়ান এর দুজন প্রধান সহকর্মী হলেন ফেং উন শান ও হুয়াং সিউ চিং; কোয়াংসি প্রদেশের চিন তিয়েন ছিল তাদের প্রধান কার্যালয়, ১৮৫০ খ্রিঃ তারা মাঞ্চু সরকারের সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়, ১৮৫১ খ্রিঃ ১১ January তারা আনুষ্ঠানিকভাবে মহান শান্তির স্বর্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করেছিল (তাইপিং তিয়েন কুয়ো) হুং হলেন স্বর্গরাজ্যের রাজা, অন্যরা হলেন তাঁর সহযোগী। প্রথম থেকেই এই বিদ্রোহ ছিল মাঞ্চু বিরোধী অপশাসন বিরোধী, সামন্ততন্ত্র বিরোধী। চিনের ভূস্বামী শ্রেণির তাইপিং আক্রমণের লক্ষ্য হয়েছিল। ক্ষমতা দখল করে হুং তাঁর প্রধান ৫ জন সহযোগীর মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করেন: (ফেং উন শান, হুয়াং সিউ চিং, সিয়াও চাও কুই, শি-তা-কাই, ওয়েই চ্যাং হুই)]

তাইপিংদের নতুন রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা ছিল ধর্মনির্ভর (Taiping Kingdom was a theocracy) তাদের সংবিধান হল স্বর্গরাজ্যের ভূমি ব্যবস্থা সংক্রান্ত দলিল, এই দলিলে তাইপিং নেতাদের ভূমি, প্রতিরক্ষা, শাসন, অর্থ, বিচার, শিক্ষা সংক্রান্ত ভাবনা চিন্তার পরিচয় মেলে। তাইপিং সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রধান আদর্শ ছিল সমতা, সবাই ঈশ্বরের সন্তান সকলে তাঁর আশীর্বাদ সমানভাবে ভোগ করবে। সকলে খাদ্য বস্ত্র, ক্রয় করার মত অর্থ পাবে। জমি সকলের মধ্যে বণ্টন করার ব্যবস্থা করা হয়, উদ্বৃত্ত ফসল তাইপিং কোষাগারে জমা হবে।

[চিনের পুরানো ঐতিহ্যে সম্পত্তির যৌথ মালিকানার ধারণা ছিল, তাইপিং স্বর্গরাজ্যে সামাজিক কুপ্রথা, নেশা, মদ্যপান, জুয়া খেলা, ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ হয়, নারী পুরুষের সমান অধিকার মেনে নেওয়া হয়। তাইপিং

বিদ্রোহীরা খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচার করেছিল, প্রথম বৌদ্ধ কনফুসীয় মন্দির ও মূর্তি ভেঙেছিল, পূর্বপুরুষ পূজা নিষিদ্ধ হয়েছিল। প্রাচীন আচারের উপর নির্ভর করে 'মোজেসের মডেলে'; ১০টি পালনীয় নীতির কথা ঘোষণা করা হয়েছিল। তাইপিং বিদ্রোহীরা পুরানো ব্যবস্থার অনুকরণে ৬টি প্রশাসনিক বিভাগ গঠন করেছিল, সরকারী চাকরীতে প্রবেশিকা পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছিল যদিও এই পরীক্ষা ছিল তুলনামূলকভাবে সহজ। তারা নতুন ক্যালেন্ডারও চালু করেছিল, তাইপিং এর রাজধানী নানকিং শহরে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান জ্ঞানের চর্চা শুরু হয়।

মানবেন্দ্রনাথ রায় জানিয়েছেন বহু বছর ধরে চলা এই বিদ্রোহ র মধ্য দিয়ে চীন বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগে পদার্পণ করেছিল। তিনি তাইপিং বিদ্রোহকে ফরাসি বিপ্লবের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তাঁর বক্তব্য হল বুর্জোয়ারা বিদ্রোহ শুরু করেছিল, কৃষকেরা তাতে যোগ দিয়েছিল, এই ব্যাখ্যা ঐতিহাসিকেরা গ্রহণ করেননি কারন চিনের বুর্জোয়া শ্রেণি এই বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেয়নি, বরং তারা আক্রমণের শিকার হয়েছিল।

জার্মান পণ্ডিত উলফগ্যাঙ্গ ফ্রাঙ্ক বলেছেন এই বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন দরিদ্র শ্রেণীর মানুষ, কৃষক, খনি মজুর, মাঝিরা, জাঁ শেনো বলেছেন জীবনযুদ্ধে পরাজিত হতাশাগ্রস্ত, দারিদ্র্যক্লিষ্ট একদল মানুষ প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। দঃ চিন থেকে শুরু করে বিদ্রোহীরা মধ্য চিনের সমৃদ্ধ ইয়াংসি উপত্যকায় ঘাঁটি গঠন করেছিল। সমাজবিজ্ঞানীরা এই মাঞ্চু বিরোধী আন্দোলনের মধ্যে জাতি ভিত্তিক জাতীয়তাবাদের স্ফুরণ লক্ষ্য করেছেন।

মার্কসবাদী ঐতিহাসিকরা একে সামন্ততন্ত্র বিরোধী কৃষক বিদ্রোহ বলে স্বীকার করে নিয়েছেন, তবে ইজরায়েল এপস্টেন মনে করেন এটি ছিল পুরানো ধারার কৃষক বিদ্রোহ এই বিদ্রোহ থেকে আধুনিক গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সূচনা

হয়েছিল, এই বিদ্রোহকে কোনো কৃষক বিদ্রোহের উদাহরণ ছিল বলে মনে করেন, কৃষকেরা বিদ্রোহীদের বন্ধু বলে বিবেচিত হয়, কোনোর মতে, "The presence of the rebels seems to have hardened tenants' determination to resist extortionate rents, and in some cases landlords had to content themselves with partial payments"

১৮৫৩ খ্রিঃ মার্কস Revolution in China and Europe নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন, এই প্রবন্ধে তিনি বিপ্লবীদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেছিলেন যে ১০ বছর ধরে চীনে যে নিরন্তর বিদ্রোহ চলেছিল তা এখন এক প্রচন্ড বিদ্রোহে পরিণত হয়েছে। পাই শাং. তি হুই নামে একটি সংগঠন এই বিপ্লবের নেতৃত্ব দিয়েছিল। সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছিল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক শিক্ষামূলক এবং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ।

F. মাইকেল, জোসেফ লেভেনসনের মতো চিন বিশেষজ্ঞরা মনে করেন তাই পিং ছিল বৈপ্লবিক আন্দোলন, কিন্তু ভিনসেন্ট শি এই আন্দোলনকে বৈপ্লবিক বলতে চান না, তাঁর বক্তব্য হল বিদ্রোহীরা শুধু রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের দিকে নজর দিয়েছিল, তাদের মধ্যে বৈপ্লবিক চেতনার অভাব ছিল, সমাজে মৌলিক পরিবর্তন ঘটানোর ব্যাপারে তারা আগ্রহ দেখায়নি, সরকারি প্রশাসনিক কাঠামোতে পরিবর্তন সেই ভাবে হয়নি।

তবে, অতীতে যে সব কৃষক বিদ্রোহ হয়েছিল সেখানে কনফুসীয় পন্থাকে আক্রমণ করা হয়নি, কিন্তু তাই পিং বিদ্রোহে তা করা হয়, তাই পিং বিদ্রোহীরা খ্রিষ্ট ধর্মের এক পরিবর্তিত রূপকে আশ্রয় করেছিল, কনফুসিয়াস তার প্রভাব হারিয়েছিলেন। চেতনার জগতে বিপ্লব ঘটে যায়।

—o—